তারিখ 09 JAN 2018
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

গৌরীপুরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

মো. রইছ উদ্দিন, *গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) থেকে*

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার ক্রমেই বাড়ছে। ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টি লাঘবে বিস্কুট বিতরণ, বিনামূল্যে বই, বেতনবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, অভিভাবক সমাবেশ, শিক্ষকদের হোম ভিজিট, এসব কিছুর পরও সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচি ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৯০ সালে আইন হলেও ২৫ বছরে অত্র উপজেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠনে ব্যর্থ সংশ্লিষ্ট দফতর। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নূর মোহাম্মদ জানান, এ উপজেলায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯ শতাংশ। শিক্ষাবিদদের মতে, বাস্তবে এরও দ্বিগুণ। সরেজমিন দেখা যায়, কোনো বছর ৫০ থেকে ৫২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারছে না। এ উপজেলায় রয়েছে ১৭৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০১৪ সালে ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ছিল ১১ হাজার ৯৯ জন। বার্ষিক পরীক্ষায় ৫ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় ৮ হাজার ২০৯ জন। অকৃতকার্য হওয়াসহ নানা কারণে ঝরে যায় ২ হাজার ৮৯০ জন। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ৭ হাজার ৭৮৫ জন। ৫ম শ্রেণী অধ্যয়নকালে আবারও ঝরে পড়ে ৪২৪ জন। রেজিস্ট্রেশন করার পরও পরীক্ষার হলে অনুপস্থিতের কারণে ঝরে গেছে ৪২৮ জন। অকৃতকার্য হয়েছে ১৪৫ জন। ইবতেদায়ি ২৪টি বিদ্যালয়ের ৪৬৬ জনের মধ্যে পরীক্ষা দিতে আসেনি ৯২ জন, অকৃতকার্য ১২ জন। এভাবেই ঝরে যায় ৩ হাজার ৯৯১ জন ছাত্রছাত্রী। ২০১৩ সালে ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ছিল ১০ হাজার ৬৩৮ জন। বার্ষিক পরীক্ষায় ৫ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় ৮ হাজার ৮৪৯ জন। অনুত্তীর্ণ হওয়াসহ নানা কারণে ঝরে যায় ১ হাজার ৭৮৯ জন। ২০১৪ সালের ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন করে ৭ হাজার ৩৪৮ জন। ৫ম শ্রেণী অধ্যয়নকালে আবারও ঝরে পড়ে ১ হাজার ৫০১ জন। রেজিস্ট্রেশন করার পরও পরীক্ষার হলে অনুপস্থিতের কারণে ঝরে গেছে ৪৩০ জন। সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় ৬৬২ জন। ইবতেদায়ি ২৪টি বিদ্যালয়ের ৩৪৮ জনের মধ্যে পরীক্ষার হলে হাজির হয়নি ১০৪ জন। অকৃতকার্য হয় ২০ জন। ২০১২ সালে ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ছিল ১০ হাজার ৪৪১ জন। বার্ষিক পরীক্ষায় ৫ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় ৯ হাজার ৮৯৬ জন। উত্তীর্ণ না হওয়াসহ নানা কারণে ঝরে যায় ৪৪৫ জন। ২০১৩ সালের ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন করে ৭ হাজার ৫৩২ জন। ৫ম শ্রেণী অধ্যয়নকালে আবারও ঝরে পড়ে ২ হাজার ৩৬৪ ছাত্রছাত্রী। রেজিস্ট্রেশন করার পরও পরীক্ষার হলে অনুপস্থিতের কারণেও ঝরে গেছে ৫১৫ জন। অকৃতকার্য হয় ২ হাজার ৬৮ জন। ইবতেদায়ি ২৪টি বিদ্যালয়ের ৩৯৪ জনের মধ্যে অনুপস্থিতিতেই ঝরে গেছে ১২৯ জন। অকৃতকার্য হয় ৪৭ জন ছাত্রছাত্রী। ওই বছরে ঝরে পড়া সংখ্যা ছিল বেশি। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের ঠিকানা হচ্ছে টোকাই, বাস-ট্রাক, টেম্পো, হ্যান্ডট্রলি ও ওয়ার্কসপ। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নূর মোহাম্মদ বলেন, উপজেলা শিক্ষা কমিটি, ট্রাস্টফোর্স কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি ঝরে পড়া রোধে কাজ করছে, তাই এ কমিটি গঠন হয়নি।